পলিসি ব্রিফ
#১৪৬-৫/২০২৪
ডিসেম্বর ২০২৪

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

"নতুন বাংলাদেশ"

বাংলাদেশের সংবিধান সংস্কার: টিআইবির সুপারিশ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

‘নতুন বাংলাদেশ’
বাংলাদেশের সংবিধান সংস্কার: টিআইবির সুপারিশ
পলিসি ব্রিফ

প্রেক্ষাপট

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহে নজিরবিহীন রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন ঘটে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ৮ আগস্ট ২০২৪ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। এই সরকারের কাছে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার মূল প্রত্যাশা একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, দুর্নীতিমুক্ত ও বৈষম্যহীন ‘নতুন বাংলাদেশ’ গড়ার উপযোগী রাষ্ট্রকাঠামো ও পরিবেশ তৈরি করা। কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা চিরস্থায়ীকরণের অপপ্রয়াসের অন্যতম কারণ – জবাবদিহির ঊর্ধ্বে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বহুমাত্রিক দুর্নীতি, রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ ও অর্থপাচারসহ বহুমুখী দুর্বৃত্তায়নের বিচার থেকে নিশ্চিত সুরক্ষা। ‘নতুন বাংলাদেশে’ রাষ্ট্র-সংস্কার এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্তের মূল অভীষ্ট দুর্নীতি, তথা ক্ষমতার অপব্যবহারের এই বিচারহীনতার মূলোৎপাটন করা। এই অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে জনপ্রতিনিধিত্ব, সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও চর্চায় এমন আমূল পরিবর্তন আনতে হবে যেন জনগণের রায় ও অর্পিত ক্ষমতায় এবং জনগণের কাছে কার্যকর জবাবদিহিতায় রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনার নীতি ও রাষ্ট্রের আইনি ভিত্তি হিসেবে ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। তবে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সংবিধান প্রণয়ন থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে সকল সরকারের আমলে বিশেষ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার প্রয়াসে অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সংবিধানে সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন করা হয়, যার ফলে দেশে মানবাধিকার, ন্যায়বিচার, সাম্য, গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার যে জন-আকাঙ্ক্ষা তা বারবার ব্যাহত হয়েছে। সংবিধানের বিদ্যমান ত্রুটি বা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংশোধনের ফলে সরকারগুলোকে ধারাবাহিকভাবে স্বৈরাচারী ও গণবিরোধী করে তুলেছে এবং সরকারকে কর্তৃত্ববাদী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে ছাত্র-জনতার রাষ্ট্র সংস্কার ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের যে আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে সে লক্ষ্য পূরণে সংবিধানের ত্রুটি, সীমাবদ্ধতা বা ঘাটতিসমূহের সংশোধনে বিভিন্ন বিষয়ের সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন, পুনর্বিন্যাস এবং কারও কারও মতে সংবিধান নতুন করে লেখার আবশ্যিকতা অনুভূত হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক বিধান হিসেবে সংবিধানের সংস্কার ব্যতীত দেশে রাষ্ট্র সংস্কার তথা আইনের শাসন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও চর্চার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত স্বচ্ছ, জবাবদিহি ও অংশগ্রহণমূলক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ, মানবাধিকার সংরক্ষণ, দুর্নীতি প্রতিরোধ, সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

দেশে গণতন্ত্র, সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ধারাবাহিকভাবে সংসদীয় ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, নির্বাচনী ব্যবস্থা, জনপ্রশাসনসহ শুদ্ধাচার ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্তৃক সংবিধান সংস্কারের জন্য ইতোমধ্যে গঠিত সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রয়োজনীয় সংস্কারের লক্ষ্যে সংবিধান পর্যালোচনা এবং বিভিন্ন দল, জনগোষ্ঠী ও জনগণের নিকট থেকে এসম্পর্কিত মতামত গ্রহণ করছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে টিআইবি গবেষণালব্ধ তথ্যের আলোকে ও সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ পর্যালোচনাসাপেক্ষে বাংলাদেশের সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংস্কারের লক্ষ্যে নিচের সুপারিশমালা প্রস্তাব করছে।

সুপারিশ

১. সংবিধান সংস্কার এমনভাবে করতে হবে যেন এখানে সকল জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, শ্রেণি, পেশা, দল ও মত নির্বিশেষে সকল দল ও জনগোষ্ঠীর গ্রহণযোগ্য প্রতিনিধিত্বশীলতা এবং একইসাথে সংবিধানে সকলের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন নিশ্চিত হয়।

২. সংবিধানে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মূলভাব ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, শ্রেণি, পেশা, ভাষাভাষী নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে সাম্য, সমমর্যাদা, ও সম-অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

৩. প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। এর সাথে আরও যুক্ত করতে হবে যে, জনগণের রায় ও অর্পিত ক্ষমতায় এবং জনগণের কাছে কার্যকর জবাবদিহিতায় রাষ্ট্র পরিচালিত হবে; এর মাধ্যমে জনগণকে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা প্রয়োগের বৈধতা/ন্যায্যতা দানকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৪. রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে সংবিধানে নিম্নোক্ত দুইটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে-

- রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে সকল ধরনের অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহারকে অবৈধ/বেআইনি ঘোষণা করতে হবে।
- রাষ্ট্রে কোনো ব্যক্তি বৈধ আয়ের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে পারবে না এমন অঙ্গীকার/ ঘোষণা করতে হবে।

৫. নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা হরণ করে বা সীমিত করে এবং নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য তৈরি করে সংবিধানে এমন কোনো সংশোধনী আনা বা এমন কোনো আইন করা যাবে না- সে বিষয়টি সংবিধানে নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া সংবিধানে আইনের শর্ত আরোপ করে জনগণের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতাকে হরণ বা খর্ব করা যাবে না (যেমন, 'আইন অনুযায়ী ব্যতীত', 'প্রচলিত আইনে নির্ধারিত', 'জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ', 'জনশৃঙ্খলা বা নৈতিকতার স্বার্থে' ইত্যাদি)।

৬. সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসেবে তথ্যের অধিকার ও ইন্টারনেটে অভিগম্যতার অধিকার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৭. রাষ্ট্রপ্রধান সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন। এক্ষেত্রে একই ব্যক্তি দুইবারের বেশি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নির্বাচিত হতে পারবেন না।

৮. রাষ্ট্রপ্রধান, জাতীয় সংসদ ও সব স্থানীয় সরকারের মেয়াদ চার বছর করতে হবে।

৯. সংবিধানে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রীর একচ্ছত্র ক্ষমতা হ্রাস করতে 'রাষ্ট্রপতি'/রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে নির্বাহী ক্ষমতার ভারসাম্য রাখতে হবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানকে নতুন কিছু ক্ষমতা প্রদান করতে হবে, যেখানে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকবে না। এসব ক্ষমতার মধ্যে থাকবে-

- সশস্ত্র বাহিনীর দায়িত্ব রাষ্ট্রপ্রধানের অধীনে থাকা;
- সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান (যেমনঃ নির্বাচন কমিশন, সরকারি কর্মকমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন-দুদক, তথ্য কমিশন ইত্যাদি) প্রধান ও সদস্য নিয়োগ।

এসকল কার্যক্রম রাষ্ট্রপ্রধানের সচিবালয়ের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে। তবে রাষ্ট্রপ্রধান সকল সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিয়োগ প্রক্রিয়া ও সার্চ কমিটি গঠনে প্রধান বিচারপতি, সরকার ও বিরোধীদলের সংসদ নেতা ও প্রধান বিরোধী দলের নেতার মনোনীত সদস্য এবং নাগরিক সমাজের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করবেন। এক্ষেত্রে সার্চ কমিটি গঠনের একটি নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

১০. সুষ্ঠু, দলীয় প্রভাবমুক্ত ও নিরপেক্ষভাবে সংসদীয় কার্যক্রম ও নির্বাহী দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণকালে দলীয় প্রধানের পদ থেকে পদত্যাগের বিধান করতে হবে। একই ব্যক্তি দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হতে পারবেন না। সংসদে প্রধানমন্ত্রীর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী ও সংসদীয় নেতা হিসেবে না থাকার বিধান করতে হবে।

১১. অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য দলনিরপেক্ষ নির্বাচনকালীন/ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারব্যবস্থা রাখতে হবে।

১২. সংসদীয় ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের (Proportional Representation) সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। এই ব্যবস্থায় সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জনবৈচিত্র্য, যেমন তরুণ প্রজন্ম, নারী, আদিবাসী ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের মনোনয়নে কমপক্ষে ৩০ শতাংশ তরুণ ও ৩০ শতাংশ নারী প্রতিনিধি থাকতে হবে। রাজনৈতিক দল কর্তৃক কোনো একটি বিশেষ পেশার মানুষদের (ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, আইনজীবী, শিক্ষক ইত্যাদি) মধ্যে থেকে ২৫ শতাংশের বেশি প্রতিনিধি না রাখার বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করতে হবে।

১৩. নির্বাচিত সংসদ সদস্যসহ সব পর্যায়ের জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গণ-অনাস্থা প্রকাশের মাধ্যমে অপসারণ এবং উক্ত সংসদীয় আসনে/ স্থানীয় সরকার এলাকায় পুনরায় নির্বাচনের (রিকল ইলেকশন) বিধান নিশ্চিত করতে হবে।

১৪. জাতীয় সংসদে নিজ দলের ওপর অনাস্থা প্রস্তাব ও বাজেট ব্যতীত, আইন প্রণয়নসহ অন্য সকল ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের নিজ দলের সমালোচনা ও দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

১৫. সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা সংবিধানে সুস্পষ্ট করতে হবে। সংসদে বিরোধী দলকে সক্রিয় করার জন্য বিরোধী দলের সদস্যদের নিয়ে একটি ছায়া মন্ত্রীসভার (Shadow Cabinet) বিধান করতে হবে।

১৬. সংসদে বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনের বিধান করতে হবে।

১৭. নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য জনগুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, যেমন সরকারি হিসাব; আইন, বিচার ও সংসদ; অর্থ, বাণিজ্য, স্বরাষ্ট্র, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ; প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসহ অন্তত ৫০ শতাংশ কমিটিতে বিরোধিদলীয় সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে সভাপতি নির্বাচনের বিধান করতে হবে।

১৮. সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন বা রাষ্ট্রীয় জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গণভোটের বিধান করতে হবে। গণভোটে সংবিধান সংশোধনের পক্ষে জনগণের দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পেলেই মৌলিক বিধানাবলি সংশোধন করা যাবে এমন বিধান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১৯. স্থানীয় সরকার-ব্যবস্থাকে স্বাধীন, শক্তিশালী ও কার্যকর করার উদ্দেশ্যে সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে। প্রশাসনের সব স্তরে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিত্বের শাসন প্রতিষ্ঠার সুযোগ তৈরি করতে হবে। স্থানীয় সরকার-ব্যবস্থাকে স্বাধীন, শক্তিশালী ও কার্যকর করতে স্থানীয় সরকারের নির্বাহী ক্ষমতা বা এখতিয়ার সুস্পষ্ট করতে হবে, যেমন- অবকাঠামো উন্নয়ন, সকল পরিষেবা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহন ও যোগাযোগ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা।

২০. বাংলাদেশে বসবাসরত সকল নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী/জাতিসত্ত্বাকে আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে।

২১. বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও পেশাভিত্তিক জনগোষ্ঠীর পরিচয় ও স্বকীয়তা বজায় রেখে মৌলিক অধিকার নিশ্চিতে এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে শ্রদ্ধাশীলতা, সহমর্মিতা ও সহযোগিতার সংস্কৃতি ও পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে একটি স্বতন্ত্র ডাইভারসিটি (বৈচিত্র্য) কমিশন সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২২. দুর্নীতি দমন কমিশন, তথ্য কমিশন এবং মানবাধিকার কমিশনকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংবিধানে উল্লেখ করতে হবে।

২৩. সংবিধানে এমন ভাষার ব্যবহার করতে হবে যা সকলের জন্য বোধগম্য হয়। সংবিধানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, নির্বিশেষে জনগণের জন্য অবমাননাকর এবং অসংবেদনশীল শব্দ পরিহার করতে হবে ('প্রজাতন্ত্র', 'মহিলা', 'উপজাতি', 'ক্ষুদ্র জাতি', 'রাষ্ট্রপতি', 'বিচারপতি' ইত্যাদি)।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি-০৫, সড়ক-১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০, ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২
E-mail: info@ti-bangladesh.org, Website: www.ti-bangladesh.org, Facebook: TIBangladesh